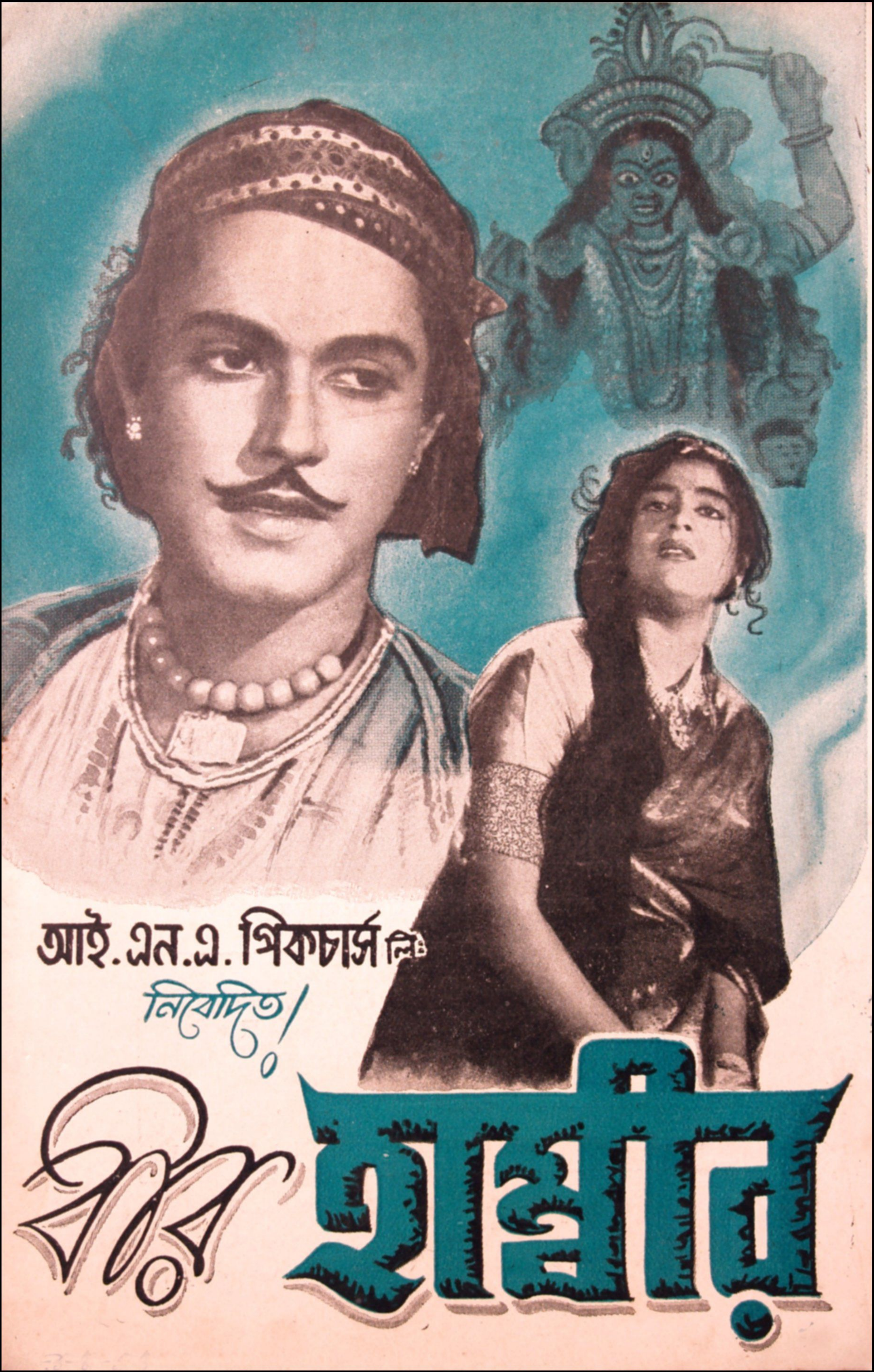
আই.এন.এ. পিকচার্স লিঃ
নিবেদিত!
বীর হাম্বীর

মণি গুহ প্রযোজিত

বীর হাম্বীর

কানাইলাল শীলের 'মুক্তির-মন্ত্র' অবলম্বনে নিতাই ভট্টাচার্য্য রচিত চিত্র-নাট্য

পরিচালনা : শ্যাম দাস, শিব ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালনা : চিত্ত রায়, সহযোগী : পঞ্চানন মিত্র

গীত-রচনা : প্রণব রায়

সংগঠনে

চিত্র গ্রহণ : জি, কে, মেহতা, সর্ব্বেশ্বর শেঠ, ফটিক মজুমদার

শিল্প-নির্দ্দেশ : চারু রায়, শিব ভৌমিক

সম্পাদনা : শ্যাম দাস ও শিব ভট্টাচার্য্য

ব্যবস্থাপনা : দেবেন বোস

স্থির-চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

অর্কেষ্ট্রা : সুর—ও—শ্রী

নিউ থিয়েটার্স ও ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

মৃৎ-শিল্পী : এন. সি. পাল

লোকনৃত্য : গোকুল মুখার্জ্জীর পরিচালনায়

মহামায়া নাট্য মন্দির, মাদলা, মানভূম

চরিত্র রূপায়ণে

অহীন্দ্র চৌধুরী, মঞ্জু দে, মিত্রা বিশ্বাস,
অরুণপ্রকাশ, কানু বন্দ্যোঃ, নীতীশ, ভানু,
পাহাড়ী সান্ন্যাল, কমল মিত্র, নীলিমা দাস,

উৎপল দত্ত, বিনয় গোস্বামী, প্রীতি মজুমদার, মাঃ বিভু, আদিত্য ঘোষ, সন্তোষ সিংহ, প্রেমাশীষ সেন, হারাধন রায়, তরুণ মিত্র, শ্রীপতি চৌধুরী।

পরিবেশক : ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডি. এন. সিংহ এণ্ড কোং, (হাওড়া)

বীর হাম্বীর

রোজ বনের কিনারে এসে হাম্বীর দূরের রাজবাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকে। তার মিতা মহুয়া তাকে উপহাস করে—'তুই ঐ রাজবাড়ীর মায়ায় ভুলেছিস!' সত্যিই হাম্বীর বলতে পারে না কিসের তার এই আকর্ষণ—শুধু মনে হয় তার জীবন স্বপ্ন যেন ঐ বিরাট প্রাসাদটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

মহুয়ার বাপ চিমন সর্দ্দারের পালিত পুত্র সে। লোকে চিমনকে বলে ডাকাত। কিন্তু আসলে শেষ মল্লরাজ রায়মল্লের প্রভুভক্ত সেনাপতি সে। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী সুধীরথ যখন রায়মল্লকে সপরিবারে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করে সেদিন থেকে সে জঙ্গল পাহাড়ে আত্মগোপন ক'রে সুযোগের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। সুধীরথের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তার অনলস অভিযান। সম্প্রতিই সে তার কবল থেকে উদ্ধার ক'রেছে সেদিনের বাংলার অদ্ভুত অস্ত্রনির্ম্মাণপ্রতিভা রায়মল্লের বীর ঢালি সেনাপতি বুড়ো কামার আর তার ছেলে শিবুকে। এখন তারা চিমনের গোপন কারখানায় তৈরী করছে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র—আর কামান। কামান 'দল-মাদল'—তার ঐতিহাসিক সৃষ্টি। এ সবের সাহায্যে আবার একদিন তারা মল্ল-প্রভুদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

হাম্বীর তার সুযোগ্য সহকারী, বিশ্বস্ত অনুচর। শৈশব থেকে সযত্নে এই অরণ্যগুহায় পুত্রাধিক স্নেহে চিমন তাকে মানুষ করে আসছে। আজ সে অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ বীর তরুণ। আর্ত্তের সহায়, দুষ্টের দমন। আদর্শ চরিত্রে তার অসমসাহসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিচিত্র মমতা। মল্লবীররা ৺চামুণ্ডার উপাসক। দেবীর সামনে নরবলি দিয়ে রণজয়ের সংকল্প করা তাদের প্রথা। চিমনের ছেলে রণলালের সর্দ্দার পদে অভিষেকের দিন এক সুকুমার বালককে এমনি বলির জন্যে উৎসর্গ করা হ'য়েছিল। তার ব্যাকুল প্রাণভিক্ষায় বিচলিত বীর হাম্বীর সেদিন তার সাহস শৌর্য্যের চমকপ্রদ প্রভাবে বরাবরের জন্যে বন্ধ করে এই নিষ্ঠুর প্রথা।

চিমন বৃদ্ধ হ'য়েছে। অক্ষম হয়ে পড়ার আগে দলের নেতা নির্ব্বাচন ক'রে যাওয়া দরকার। হাম্বীর দলের শ্রেষ্ঠ বীর হওয়া সত্ত্বেও সকলকে বিস্মিত করে রণলালকেই সে সে পদে বরণ ক'রে বসে।

কিন্তু কেন?—কি রহস্য লুকিয়ে আছে তার এই বিচিত্র নির্ব্বাচনের অন্তরালে!—হাম্বীর নিজেও তা জানতো না। আর সে জানতো না—যে রাজ প্রাসাদটার দিকে চাঁদের আলোতে অন্যমনা হ'য়ে চেয়ে থাকে, তার ভেতরেও ঘনিয়ে উঠছে কি রহস্য আর চক্রান্ত!

তার প্রথম আভাষ এলো গুপ্তচরের মুখে। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী সুধীরথ বরাকরের পাঠান সেনাপতি গোলাম মহম্মদের সঙ্গে না কি গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। উদ্দেশ্য—নিজর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা সুরথকে তার দ্বারা হত্যা করিয়ে সিংহাসন দখল করা আর চিমন-বাহিনীকে তারই সাহায্যে নির্ম্মূল ক'রে নিষ্কণ্টক হওয়া। লুব্ধ গোলাম মহম্মদকে এর জন্যে সে দিতে চাইছে রাজকোষ থেকে প্রচুর ধন-রত্ন—আর রাজ-অন্তঃপুর থেকে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রী, রূপে-গুণে ললামভূতা রাজকন্যা অপর্ণাকে!

ইতঃস্তত করতে থাকে হাম্বীর আর চিমন-বাহিনী এ সংবাদে—আরো সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, না এ পরিস্থিতির সুযোগ নেবে। কিন্তু এ দ্বিধার অবসান হলো—তাদের জঙ্গল পাহাড়ের দুর্গম দুর্গে একদিন গভীর রাত্রে একাকিনী রাজকন্যা অপর্ণার আকস্মিক আবির্ভাবে—হাম্বীরের কাছে তার

মর্য্যাদা রক্ষার আবেদন নিয়ে। হাম্বীরের বীর রক্ত বিচলিত হয়ে উঠলো নারীর বিপদে। গর্জ্জে উঠলো তার আহ্বানে সেদিনকার বলিষ্ঠ বাংলার জোয়ানরা। বেজে উঠলো অস্ত্রের ঝণঝণা!

প্রতি ছত্রে উদ্দীপনাময়, রোমাঞ্চ-শিহরিত এর পরের ইতিহাস। পাঠানদের জন্যে উদ্দিষ্ট ধন-রত্ন লুণ্ঠনে, দুর্ভেদ্য রাজকারাগার থেকে বন্দী চিমনলালের উদ্ধারে, চিমন-বাহিনীর রাজধানী অধিকারে, হাম্বীরকে বাঁচাতে মহুয়ার আত্ম-ত্যাগে।

আর তা'র চরম অধ্যায় এলো বিভীষণ সুধীরথের আমন্ত্রণে পাঠান-বাহিনীর মল্লভূমি আক্রমণে। বীর হাম্বীরের কাছে শোচনীয়-রূপে পরাজিত পাঠানদের সেদিন নিশ্চিহ্ন হ'তে হ'য়েছিল বাংলার 'দল-মাদল' কামানের মুখে। আর সে কামান চালিয়েছিল বাংলার এক বীরাঙ্গনা!

মল্ল-সিংহাসনে রায়মল্লের নিরুদ্দিষ্ট বংশধর হাম্বীরের অভিষেকে তার জীবন-স্বপ্ন এমনি করেই সেদিন রূপ পেলো!

প্রায় পাঁচ শো বছর আগেকার বাংলার এই শৌর্য্যের কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার আরো একটি প্রিয় কাহিনী। বাঙ্গালীর আরাধ্য ৺মদনমোহন জিউর অলৌকিক আবির্ভাবের কাহিনী সে। তাঁর প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বীর হাম্বীরই মল্লদেশে প্রতিষ্ঠা করে তাকে। আজো হাম্বীরের সুললিত পদাবলী উত্তর কালের কাছে সে মন্ত্রের গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে।

গান

(১)

এই সবুজ বনভূমি
আর আমার পাশে তুমি,
এই ভালো আমার—
আমি চাইনে কিছু আর !

তুমি এমনি আদর ক'রে
পরিয়ে দিও মোরে
লাল দোপাটি, হলুদ চাঁপার হার—
আমি চাইনে কিছু আর ॥

ঐ চাঁদের মাণিক জ্বলে
নীল পাহাড়ের কোলে —
আর তোমার মুখে মিতা
দেখি আর একটি চাঁদ জ্বলে !
আমার চোখের তারায়
রূপ কি তোমার হারায়,
জ্যোছনা হ'য়ে ছড়িয়ে আছে
আমার চারিধার—
আমি চাইনে কিছু আর ॥

আজ বলো তোমার কাছে
আর কি চাওয়ার আছে,
সারা জীবন ভালোবাসার
দিও অধিকার—
আমি চাইনে কিছু আর ॥

(২)

চোখে চোখ পড়লে যদি
নাই ফিরাতে পারি—

আহা দোষ কি বলো তায় !

চোখের নেশায় বনের পাখী
চোখ গেলো, চোখ গেলো,
চোখ গেলো যে গায় ॥

আজকে এমন চাঁদনী রাতে
একটু না হয় রইলে তুমি
রইলে সাথে গো—

এই মধুরাতি কে জানে কাল
রইবে কি না হায় ॥

চাঁদকে দেখে চকোর যে আজ
মাতাল টলোমলো—
যদি তোমায় দেখে ভালো লাগে
ক্ষতি কি তায় বলো ॥

তোমায় দু'টি বাহুলতার ডোরে
যদিই রাখি বন্দী করে গো—
যদি একটি দুটি মনের কথা
জানাই ইশারায় ॥

(৩)

শেষ হ'লো খেলা—
স্বপনে মিলালো
মোর স্বপনের খেলা ঘর !
ঝরা মালা খানি
নীরবে লুটালো
সুখের সমাধি 'পর।

দূর হ'তে বারে বারে
আমি সাগর ভেবেছি যারে—
সে যে নিয়তি লেখায় আমার জীবনে
হ'য়ে গেল বালুচর ॥

কে বোঝেগো আজ মধুবসন্ত
কাঁদে কেন বেদনায়—
প্রাণের বাসরে আশা না মিটিতে
দীপ কেন নিভে যায় !

মিছে ভালোবেসে এই ফল
হায় শুধু ব্যথা, আঁখিজল—
এ ভরা ভুবনে সকল হারায়ে
রিক্ত এ অন্তর।

(৪)

কবে কৃষ্ণধন পাবো !
হিয়ার মাঝারে থোবো
জুড়াইব এ পাপ পরাণ—
সবার প্রাণের প্রাণারাম যিনি
তারে ল'য়ে কবে প্রাণ জুড়াবো।

সাজাইয়া দিব হিয়া
বসাইয়া প্রাণ প্রিয়া

নিরখিব সে চান্দ বয়ান—
সদয় হইয়া বিধি
মিলাইবে গুণ নিধি

হেন ভাগ্য হইবে আমার—
আমার হারা নিধি ফিরে পাবো ॥
দারুণ বিধির নাট
ভাঙ্গিল প্রেমের হাট
তিল মাত্র না রহিল তার—
এবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াবো পরানি ॥

বারেক না দেখি মোর মনে বড়ো তাপ
অনলে পশিব গিয়া জলে দিব ঝাঁপ—

মুখের মুছাবো ঘাম
খাওয়াইব পান গুয়া,
শ্রমেতে বাতাস দিব
চন্দনের চুয়া !

বৃন্দাবন ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার
বিনায়ে বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার।
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ
নরোত্তম দাস কহে পিরীতির ফাঁদ ॥

(৫)

মাধব বহুত মিনতি করুঁ তোয় !
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু না ছোড়বি মোয় !

গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার—
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগবাহি নহ মুই ছ রি।

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু ॥

ডি ল্যুক্সের
যে যে ছবি আসছে ঃ

অগ্রদূত পরিচালিত এম, পি'র

সবার উপরে

শ্রেঃ-সুচিত্রা, উত্তম, শোভা,
কমল, পাহাড়ী, ছবি,
তপতী, জয়শ্রী ... ...

কাহিনী ঃ- নিতাই ভট্টাচার্য্য
সুর ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়

অগ্রগামী পরিচালিত
এস, সি, প্রডাকসন্সের

সাগরিকা

শ্রেঃ-সুচিত্রা, উত্তম, যমুনা,
জহর, পাহাড়ী, কমল
নমিতা জীবেন, অনুপ

কাহিনী ঃ- নিতাই ভট্টাচার্য্য
সুর ঃ- রবীন চট্টোপাধ্যায়

দেবকী বসু পরিচালিত ঃ-
দিলীপ পিকচার্সের

ভালোবাসা

শ্রেঃ- সুচিত্রা, বিকাশ, বসন্ত
সুর ঃ- রবীন চট্টোপাধ্যায়

অরোরার
অনুরূপা দেবীর প্রখ্যাত কাহিনী

মহানিশা

পরিচালনা ঃ- সুকুমার দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ঃ- বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত ঃ- রবীন চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণে—বিকাশ, অনুভা,
সন্ধ্যারাণী, রবীন, ধীরাজ,
পাহাড়ী, পদ্মাদেবী রাণীবালা
বাণী গাঙ্গুলী, অপর্ণা

রূপ জ্যোতির

দুজনায়

গল্প ঃ- মনোজ বসু
পরিচালনা ঃ- নির্ম্মল দে
সুর ঃ- অনিল বিশ্বাস
শ্রে ঃ-অরুন্ধতী, সবিতা, বসন্ত

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জি
রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।